বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেনট অথরিটি আইন(খস্ড়া),২০২৩ সম্পর্কে আইন কমিশনের মতামত :

উল্লিখিত আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তথা সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, টেকসই ক্রয় প্রক্রিয়া প্রনয়ণ ও ক্রয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক সকল ব্যক্তির প্রতি সম আচরণ ও অবাধ প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করণসহ ক্রয় ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের দক্ষতা ও পেশাদারিত্ব বৃদ্ধি করার লক্ষ্য পূরুণ কল্পে একটি কার্যকর অথরিটি প্রতিষ্ঠায় আইন কমিশন নিম্নবর্ণিত মতামত প্রদান করছে:

১. ২নং ধারায় প্রদত্ত অথরিটির সংজ্ঞা এইভাবে লিখতে হবে,'অথরিটি' অর্থ বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অথরিটি (বিপিপিএ)।

২. অত্র আইনের সংজ্ঞায় ধারা উল্লেখ করার ক্ষেত্রে প্রথমে সংখ্যাসূচক শব্দ লিখে তারপর ধারা উল্লেখ করতে হবে। কেননা ইংরেজিতে প্রথমে ধারা উল্লেখ করে তারপর সংখ্যাসূচক শব্দ লিখে। কিন্তু বাংলায় প্রথমে সংখ্যাসূচক শব্দ লিখে তারপর ধারা উল্লেখ করে। তাই আইনের ধারা উল্লেখ করার ক্ষেত্রে 'ধারা-২' না লিখে '২ ধারা' লিখতে হবে।

৩. অত্র আইনের ৪ ধারা অনুসারে 'বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অথরিটি (বিপিপিএ)' নামে একটি অথরিটি প্রতিষ্ঠার বিধান রয়েছে। উক্ত ধারায় আরও উল্লেখ রয়েছে প্রতিষ্ঠিত অথরিটি একটি সংবিধিবদ্ধ সরকারি সংস্থা হবে যার নিজস্ব সীল মোহর থাকবে এবং উহার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন, হস্তান্তর করার ক্ষমতা থাকবে এবং অথরিটি স্বীয় নামে মামলা দায়ের করতে পারবে এবং অথরিটির বিরূদ্ধে মামলা দায়ের করা যাবে।

'অথরিটি' একটি 'করপোরেট' বডি হিসেবে আত্ন প্রকাশ করবে এবং এর কার্যাবলী পরিচালনার জন্য অবশ্যই একটি পরিচালনা পর্ষদ প্রয়োজন। পরিচালনা পর্ষদকে 'অথরিটি' এর কার্য পরিচালনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারের নিকট, সংসদের নিকট, এমনকি বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের নিকট দায়বদ্ধতা থাকবে। কিন্তু একজন মাননীয় মন্ত্রী শুধুমাত্র সরকারের অংশ নয়

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে একজন মাননীয় সাংসদও বটে। একজন সচিবও মন্ত্রণালয়ের প্রধান নির্বাহী। তাঁর দায়িত্ব সরকারের সিদ্ধান্ত কার্যকর করা। তাহলে অনেকটা caesar to caesar হয়ে দাঁড়াবে।

প্রস্তাবিত অথরিটির চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান যদি যথাক্রমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ও সচিব হন তাহলে এ অথরিটির দায়বদ্ধতা সীমিত হবে এবং এ অথরিটি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যই ব্যাহত হতে পারে।

তাছাড়া অথরিটির কার্যে সংক্ষুদ্ধ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান মামলা দায়ের করলে মাননীয় মন্ত্রীকে বিবাদি শ্রেণীভূক্ত করতে হবে। সরকারের একজন নীতি নির্ধারক পর্যায়ের সম্মানিত ব্যক্তি মামলায় বিবাদী শ্রেণীভূক্ত হলে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষূণ হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দৈনন্দিন কাজেও বিঘ্ন ঘটবে। এ সকল কারণে ৭নং ধারায় বর্ণিত পরিচালনা পর্ষদ গঠনের ক্ষেত্রে মাননীয় মন্ত্রী পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়কে চেয়ারম্যান ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবকে ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করা সমীচীন হবে না। বরঞ্চ অন্যান্য সংবিধিবদ্ধ সরকারি সংস্থার ন্যায় 'অথরিটি' টি প্রতিষ্ঠা করলে সঠিকভাবে 'অথরিটি' টির চেয়ারম্যান ও পরিচালক সরকার তথা পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৩/৫ বছরের জন্য নিয়োজিত হবেন। তবে পরিচালকদের সংখ্যা সীমিত করাই বাঞ্ছনীয় অন্যথায় অধিক সন্ন্যাসিতে গাজন নষ্ট হওয়ার পরিস্থিতি হতে পারে এবং আইন প্রনয়ণের উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ (Expert) ব্যক্তিদের নিয়োগ করলে আশানুরুপ ফল পাওয়া যাবে।

জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা/যুগ্মসচিবগণ তাদের নিজের নিজের মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব র্কতব্য পালন করতেই সাধারণত ব্যস্ত থাকেন ফলে এই Specialised 'অথরিটি' র কাজে সার্বক্ষনিক মনোযোগ দেয়া তাঁদের পক্ষে দুরূহ হতে পারে।

তাছাড়া, 'অথরিটি' এর কার্যক্রমের জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব এর নিকট অথরিটির কর্মকান্ডের জন্য দায়বদ্ধ থাকিবে। ফলে অথরিটি কোন ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে সংশোধনের সুযোগ থাকবে। তাছাড়া প্রস্তাবিত যুগ্মসচিবগণও অহরহ বদলী হন ফলে 'অথরিটি' এর কার্যক্রমের continuity of knowledge এর ঘাটতি হয়।

সংশ্লিষ্ট আইনের ৭ ধারায় পরিচালনা পর্ষদের কলেবর হ্রাস বাঞ্ছনীয়। এইক্ষেত্রে সদস্য সংখ্যা হ্রাস না করলে নিয়মিত সভা আয়োজনে সমস্যা হয়। কেননা একই সময়ে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতি নিশ্চিত করণ অনেক সময়ই সম্ভব হয়ে উঠে না।

এইক্ষেত্রে আইন কমিশন মনে করে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গকে পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক (Director) হিসেবে নিয়োগ প্রধান করলে অথরিটির কার্যক্রম গতিশীল হবে।

(ক) সরকারি ক্রয় কার্যক্রম পরিচালনায় দক্ষ, অভিজ্ঞ, পেশাদার এবং গভীর জ্ঞান সম্পন্ন প্রাক্তন সরকারি বা বেসরকারি কর্মকতকে নিয়োগ প্রদান করা।

(খ) এটর্নি জেনারেল, তিনি যেহেতু দৈনন্দিন সরকারি মামলা সমূহ দেখাশোনা করেন এবং আইনের গতি প্রকৃতি বিষয়ে ওয়াকিবহাল থাকেন সেহেতু এটর্নি জেনারেলকে পরামর্শক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

(গ) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরীবিক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ যুগ্ম সচিব।

(ঘ) অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনিত উহার অন্যুন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার প্রতিনিধি।

(ঙ) বাস্তবায়ন পরিবিক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক মনোনিত উহার অন্যুন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি।

(চ) মহা-হিসাব নিরক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক মনোনিত উহার অন্যুন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি।

(ছ) ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্টিজ (এফবিসিসিআই) কর্তৃক মনোনিত একজন প্রতিনিধি।

(জ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের বা বিভাগের প্রধান নির্বাহি কর্মকর্তা (যিনি উহার সদস্য সচিব হইবেন)

পরিচালনা পর্ষদের ভাইস চেয়ারম্যান নিয়োগের কোন প্রয়োজন নেই।

পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান মনোনয়নের ক্ষেত্রে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা, কারিগরি জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বিবেচনায় নিতে হবে। এইখানে আরও উল্লেখ্য যে, পরিচালনা পর্ষদের একজন চেয়ারম্যান হবেন এবং অন্যান্য সদস্য পরিচালক হিসেবে নিয়োগ পাবেন যেমনি ভাবে অন্যান্য সরকারি বিধিবদ্ধ সংস্থা এর পরিচালনা পর্ষদ গঠিত হয়।

৪. পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত সকল ক্ষেত্রে সরকারের উপর বাধ্যতামূলক নয় বরং সরকারের বিবেচনাধীন করা সমীচীন হবে।

৫. ১২নং ধারায় বর্নিত 'সময় সময়' (from time to time) শব্দ ব্যবহার না করে 'বিভিন্ন সময়' ব্যবহার প্রায়োগিক ভাবে যথার্থ হবে।

৬. ১০নং ধারায় বর্নিত 'প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা' পদে নিয়োগ প্রদানে ক্ষেত্রে তার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

৭. উল্লেখ্য যে, 'অথরিটি' তথ্য ফাঁস রোধ কল্পে সাইবার সিকিউরিটি নিশ্চিত করবে।